স্বাধীন এবং সমান

এলজিবিটি সমতার পাশে
জাতিসংঘ

তথ্যের বিবরন

# এলজিবিটি অধিকার:

## সচরাচর জিজ্ঞাসা করা হয় এমন কিছু প্রশ্ন

### ‘এলজিবিটি’ বলতে কী বোঝায়?

এলজিবিটি মানে সমকামী মহিলা (লেসবিয়ান), সমকামী পুরুষ (গে), উভকামী (বাইসেক্সুয়াল) এবং রূপান্তরকামী (ট্রান্সজেন্ডার)। যদিও এই শব্দগুলির আলোড়ন সারা বিশ্বে বেড়েছে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এই ধরণের মানুষদের - যারা একই লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে এবং যারা অ-বাইনারি (নারী-পুরুষ ভিন্ন) লিঙ্গ পরিচয় বহন করে - তাদের জন্য অন্যান্য শব্দ ব্যবহার হতে পারে (যেমন হিজড়া, মেটি, কোতি, লালা, স্কেসনা, মোটসাল্লে, মিথলি, কুচু, কাউইন, ট্রাভেসটি, মুশে, ফাআফাফিনে, ফাকালেইটি, হামজেন্সগারা ও টু স্পিরিট বা দুই আত্মা) ।

মানবাধিকার প্রসঙ্গে লেসবিয়ান, গে, উভকামী এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের নানান সাধারণ এবং কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। ইন্টারসেক্স মানুষরাও (যারা কোনো বিশেষ একটি লিঙ্গের সম্পূর্ণ শারীরিক বৈশিষ্ট নিয়ে জন্মায়না, যেখানে জন্মের সময়ে কিছু অনিশ্চয়তা থেকে যায়, উভয়লিঙ্গী) এলজিবিটি সম্প্রদায়ের মতনই অনেক একই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে থাকেন, যেমন কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো।

### যৌন অভিযোজন বা ‘সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন’ মানে কি?

যৌন অভিযোজন হলো একজন মানুষের অন্য মানুষদের প্রতি শারীরিক, রোমান্টিক এবং / অথবা মানসিক আকর্ষণ। প্রত্যেকেরই একটি যৌন অভিযোজন থাকে, যা তার জীবনের পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। গে পুরুষ এবং লেসবিয়ান নারী তাদের নিজেদের লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হেটেরোসেক্সুয়াল মানুষ (যাদের "স্ট্রেইট" ও বলা হয়) অপর লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উভকামী মানুষ তাদের নিজেদের বা অপর লিঙ্গের দুই রকম ব্যক্তির প্রতিই আকৃষ্ট হতে পারে। যৌন অভিযোজন আর লিঙ্গ পরিচয় এর পরস্পর কোনো সম্পর্ক নেই।

### লিঙ্গ পরিচয় বা ‘জেন্ডার আইডেন্টিটি’ মানে কি?

লিঙ্গ পরিচয় হল নিজের লিঙ্গ সম্পর্কে একটি গভীর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা। একজন ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় সাধারণত জন্মের সময় তাদেরকে দেওয়া লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে খাপ খায়। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের ক্ষেত্রে, তাদের নিজস্ব লিঙ্গ সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং তাদের জন্মের সময়ে দেওয়া লিঙ্গ নির্ধারণের মধ্যে একটি অসঙ্গতি থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তাদের চেহারা এবং ভাব ভঙ্গি এবং অন্যান্য বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য গুলি সমাজের ঠিক করা লিঙ্গ-ভিত্তিক আচরণের প্রত্যাশাগুলির সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।

## রূপান্তরকামী বা 'ট্রান্সজেন্ডার' মানে কি?

ট্রান্সজেন্ডার (কখনও কখনও ছোট করে "ট্রান্স" বলা হয়) একটি ব্যাপক শব্দ যা নানা ধরণের পরিচয়ের মানুষদের সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়, যেমন ট্রান্সসেক্সুয়াল, ক্রস-ড্রেসার্স (যাদের "ট্রান্সভেস্টাইট" ও বলা হয়), তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেন এমন মানুষ এবং অন্যান্যঃ এমন মানুষ যাদের চেহারা বা ব্যবহার তাদের সমাজের দ্বারা প্রত্যাশিত ব্যবহার বা চেহারার থেকে আলাদা বলে মনে করা হয়। ট্রান্স-উইমেন বা রূপান্তরকামী মহিলারা নিজেদের মহিলা হিসাবেই চিহ্নিত করেন কিন্তু তাদের জন্মের সময়ে পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ট্রান্স-মেন্ বা রূপান্তরকামী পুরুষরা নিজেদের পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেন কিন্তু জন্মের সময়ে তাদের নারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিছু ট্রান্সজেন্ডার মানুষ তাদের নিজস্য লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তাদের শরীর কে খাপ খাওয়াতে অস্ত্রোপচার বা হরমোন ট্রিটমেন্ট করে থাকেন; কিছু মানুষ তা করেন না।

## উভলিঙ্গী বা "ইন্টারসেক্স" মানে কি?

এমন একজন মানুষ যার জন্মের সময়ে যৌন শারীরবৃত্ত, প্রজনন অঙ্গ, এবং / অথবা ক্রোমোজম প্যাটার্ন এমন যা সাধারণত পুরুষ বা মহিলা মনে করা হয় এমন সংজ্ঞার সঙ্গে খাপ খায় না। এই অবস্থা জন্মের সময়েই স্পষ্ট বোঝা যেতে পারে কিংবা পরে জানা যেতে পারে। একজন ইন্টারসেক্স মানুষ পুরুষ বা মহিলা হিসাবে নিজের পরিচয় চিহ্নিত করতে পারেন বা হয়তো কোনোটাই না। এই উভলিঙ্গী অবস্থা কোন যৌন অভিযোজন বা লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়: ইন্টারসেক্স ব্যক্তিরা অন্যান্য মানুষের মতনই নানান যৌন অভিযোজন এবং লিঙ্গ পরিচয় অনুভব করে থাকেন।

## হোমোফোবিয়া এবং ট্রান্সফোবিয়া কাকে বলে?

হোমোফোবিয়া হলো লেসবিয়ান, গে বা উভকামী মানুষের প্রতি বিনা কারণে ঘৃণা, অযৌক্তিক ভয়, বা বিরোধাভাব; ট্রান্সফোবিয়া ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের প্রতি অযৌক্তিক ঘৃণা, অযৌক্তিক ভয়, বা বিরোধাভাব। হোমোফোবিয়া শব্দটি অনেকেই বোঝেন বলে এটি প্রায়শই এলজিবিটি মানুষদের প্রতি ভয়, ঘৃণা এবং বিরক্তি বোঝানোর জন্য একটি সর্বব্যাপী শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

## কি কি ভাবে এলজিবিটি মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়?

সব বয়সের এবং বিশ্বের সকল অঞ্চলে এলজিবিটি মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। তাদের শারীরিকভাবে আক্রমন করা হয়, অপহরণ করা হয়, ধর্ষণ এবং হত্যা করা হয়। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি দেশে, ব্যক্তিগত, পূরণ সম্মতি যুক্ত, সমলিঙ্গিক যৌন সম্পর্কের জন্য মানুষকে গ্রেফতার ও কারাবোধ করা যায় (এবং কমপক্ষে পাঁচটি দেশে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যায়)। রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই কর্মক্ষেত্র, হাউজিং এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ নানান ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের থেকে এলজিবিটি মানুষদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। এলজিবিটি শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা স্কুলে অত্যাচারের মুখোমুখি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মায়েরা তাদের বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারে, বা মানসিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেয় বা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়।

ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের প্রায়ই - তাদের পছন্দের লিঙ্গ প্রতিফলিত করে - এমন পরিচয় পত্র দেওয়া হয় না, ফলত তারা কাজ করতে পারে না, কোথাও আসা যাওয়া করতে পারেনা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে বা নানান পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে পারে না। ইন্টারসেক্স বাচ্চাদের তাদের বা তাদের বাবা-মায়ের অবগত

সম্মতি ছাড়াই অস্ত্রোপচার করা হয় কিবা অন্যান্য হস্তক্ষেপের আওতায় আনা হয়, এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও তারা সহিংসতা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হয়ে থাকেন।

## সমকামিতাকে আইনি অপরাধ বানানোর কোন কারণ আছে কি?

না। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, সম্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগত যৌন সম্পর্ককে অপরাধী করা, সে সম্পর্ক সমলিঙ্গের হোক বা ভিন্ন লিঙ্গের, মানুষের গোপনীয়তার অধিকার কে লঙ্ঘন করে। সমকামী যৌন সম্পর্ককে অপরাধ সাব্যস্ত করে এমন আইন বৈষম্যমূলক। যেখানে এমন আইন প্রয়োগ করা হয়, সেখানে তা নির্বিচারে গ্রেফতার হওয়া এবং আটকাদেশ পাওয়ার বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার কে লঙ্ঘন করে। কমপক্ষে ৭৬ টি দেশে এমন আইন রয়েছে, যা ব্যক্তিগত, সম্মতিপ্রাপ্ত সমকামী যৌন সম্পর্ককে অপরাধী বলে গণ্য করে এবং অন্তত পক্ষে পাঁচটি দেশে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের পাশাপাশি এই অপরাধিকরণ এর কারণে এলজিবিটি মানুষের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব বৈধতা পায়, সহিংসতা ও বৈষম্যের সম্ভাবনা বাড়ে। একটি আইনি অপরাধ প্রকাশের ভয়ে ডাক্তারি পরীক্ষার এবং চিকিত্সার জন্য এগিয়ে না আসার ফলে এলজিবিটি মানুষদের ক্ষেত্রে এইচআইভির সংক্রমণ আটকানোর চেষ্টায় ও বাধা পড়ে।

## শুধু কি পশ্চিমী দেশেই এলজিবিটি মানুষ আছে?

না। এলজিবিটি মানুষ সর্বত্র আছেন, সব দেশে, সকল জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে, সব আর্থ-সামাজিক স্তরে এবং সমস্ত সম্প্রদায়গুলিতে। সমকামী যৌন আকর্ষণ একটি পশ্চিমি আচরণ এই দাবি মিথ্যা। কিন্তু, এলজিবিটি মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য আজ কাজে লাগানো হয় এমন অনেক আইন ব্যবহৃত আসলে পশ্চিমি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ১৯ শতকে সংশ্লিষ্ট ঔপনিবেশিক শক্তিরা সেগুলিকে নিজেদের অধীন দেশগুলিতে চাপিয়ে দেয়।

## এলজিবিটি মানুষ কি চিরকালই আছে?

হ্যাঁ। এলজিবিটি মানুষ সবসময় আমাদের সম্প্রদায়গুলির একটি অংশ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক শিলা পেইন্টিং এবং মিশর থেকে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে এবং প্রাথমিক অটোমান সাহিত্যে - প্রতিটি অঞ্চলে এবং সময়কালের এদের উদাহরণ রয়েছে। অনেক সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে এলজিবিটি ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে, যার মধ্যে আছে বিভিন্ন এশিয়ান সমাজও, যারা অনেকেই ঐতিহ্যগতভাবে একটি তৃতীয় লিঙ্গকে মান্যতা দিয়ে এসেছে।

## একজন ব্যক্তির যৌন অভিযোজন এবং লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করা কি সম্ভব?

না। একজন ব্যক্তির যৌন অভিযোজন এবং / অথবা লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করা যায় না। পরিবর্তন করা দরকার এমন সব নেতিবাচক সামাজিক মনোভাব যা এলজিবিটি মানুষদের কলঙ্কিত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্যকে উৎসাহ দেয়। কারোর যৌন অভিযোজন পরিবর্তন করার প্রচেষ্টায় প্রায়ই মানবাধিকার লঙ্ঘন জড়িত থাকে এবং এতে গুরুতর ট্রমা (দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি এবং আঘাত) হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সেইসব জোর করে করা মনস্তাত্ত্বিক থেরাপি যাদের উদ্দেশ্য হলো সমকামী যৌন আকর্ষণের "নিরাময়" করা, এবং লেসবিয়ানদের "সংশোধনমূলক" বা কারেক্টিভ ধর্ষণ যার উক্ত উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে "স্ট্রেইট" বানানো।

## এলজিবিটি মানুষের কাছাকাছি থাকা বা সমকামীতা সম্পর্কিত তথ্য তে অ্যাক্সেস থাকা তে কি শিশুদের ক্ষতি হয়?

না। এলজিবিটি মানুষদের সাথে সময় কাটানোয় বা তাদের বিষয়ে জানাতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌনতা বা লিঙ্গ পরিচিতি কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না এবং এতে তাদের কোনো রকম ক্ষতিও হয় না। বরং, সকল যুবকদের বয়স-উপযুক্ত যৌনতা শিক্ষার অ্যাক্সেস থাকা অত্যন্ত জরুরি যাতে তারা পরবর্তীকালে সুস্থ, শ্রদ্ধাশীল শারীরিক সম্পর্ক রাখতে শিখতে পারে এবং নিজেদের যৌন সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এই ধরণের তথ্য লুকোনো বা জানতে না দেওয়া কলঙ্ক বাড়ায় এবং তরুণ এলজিবিটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন, বিষণ্ন, করে রাখে, কেউ কেউ স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং এদের মধ্যে আত্মহত্যার উচ্চ হারেও এর অবদান থাকে।

## গে, লেসবিয়ান, উভকামী বা ট্রান্সজেন্ডার মানুষ কি শিশুদের পক্ষে বিপজ্জনক?

না। সমকামীতা এবং যে কোন ধরনের শিশু নির্যাতনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বজুড়ে এলজিবিটি মানুষ তরুণদের জন্য ভাল মা-বাবা, শিক্ষক, অভিভাবক এবং রোল মডেল হতে পারেন। এলজিবিটি লোকেদের "পিডোফাইল" বা শিশুদের জন্য বিপজ্জনক হিসাবে চিত্রিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল, আপত্তিজনক। এর ফলে সমস্ত শিশুদের তাদের যৌন অভিযোজন এবং লিঙ্গ পরিচিতি সঙ্গে সঠিক ভাবে রক্ষা করার জন্য যে গুরুতর এবং যথাযথ পদক্ষেপগুলি নেওয়া দরকার তার থেকে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

## আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন কি এলজিবিটি মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

হ্যাঁ, এটি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন প্রতিটি রাষ্ট্রের উপর আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করে যাতে সবাই কোনোরকম পার্থক্য ছাড়াই তাদের মানবাধিকার উপভোগ করতে পারে। একজন ব্যক্তির যৌন অভিযোজন এবং লিঙ্গ পরিচয় তার একটি স্টেটাস, যেমন জাতি, লিঙ্গ, রঙ বা ধর্ম। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন যে আন্তর্জাতিক আইন যৌন অভিযোজন বা লিঙ্গ পরিচয় ভিত্তিক বৈষম্য কেও নিষিদ্ধ করে।

## এলজিবিটি মানুষদের ধর্ম, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তাদের মানবাধিকারের থেকে বঞ্চিত করা কি সমর্থনযোগ্য?

না। মানবাধিকার সার্বজনীন: প্রতিটি মানুষ একই অধিকারের অধিকারী, তারা কে বা তারা কোথায় বসবাস করে তা নির্বিশেষে। যদিও ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও সমস্ত রাষ্ট্রের - তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার নির্বিশেষে - সকল মানুষের মানবাধিকারকে উন্নীত ও সুরক্ষিত করার একটি আইনী কর্তব্য রয়েছে।

**জাতিসংঘ**
**মানবাধিকার হাই কমিশনার এর অফিস**

**www.ohchr.org www.unfe.org**